

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা অনিশ্চিত

■ সাক্ষির নেওয়াজ

প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া আবারও গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। গত সোমবার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে সরকারের একাধিক সিনিয়র মন্ত্রী বলেছেন, 'পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নিয়ে অনেকটা তাড়াহুড়া করেই এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলতা দেখা দেবে, সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।' শিক্ষাবিদরাও বলছেন, 'পাঠদান করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামো সৃষ্টি না করেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করা বা না করা নিয়ে রীতিমতো তালগোল পাকিয়ে ফেলা হয়েছে।' যদিও প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফজার গতকাল মঙ্গলবার সমকালকে বলেছেন, 'ধাপে ধাপে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করা হবে।'

গত ১৮ মে ঘোষণা দেওয়া হয়, শিক্ষানীতি অনুযায়ী চলতি বছর থেকেই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা হবে। যদিও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্বারাদেশের প্রায় ৮০ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে তিনটি শ্রেণি খোলার কোনো কাজই শুরু হয়নি। পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৩ ও ২০১৪ সালে মোট ৬২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি চালু করা ইলো প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল মেলেনি। পরীক্ষামূলকভাবে নতুন তিনটি শ্রেণি যুক্ত করা বিদ্যালয়গুলোতেও প্রয়োজনীয় ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও পর্যাপ্ত অবকাঠামো নেই।

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

প্রস্তাব যাওয়ার ও নাকচ হওয়ার নেপথ্যে : মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা সমকালকে জানান, তাদের চিন্তা ছিল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন শ্রেণি না খুলে বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতেই ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ব্যবস্থা করা যাবে। এজন্যই তারা মন্ত্রিসভায় সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের প্রস্তাবনা পাঠান। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ একাধিক জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী মত দেন যে, 'এক স্কুলে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে অন্য স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়তে যেতে হবে, এটি কোনো উপযুক্ত সমাধান নয়।' মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে প্রায় সোয়া ঘন্টার আলোচনায় উঠে আসে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশের অনেক স্কুলেই শিক্ষার্থীদের সংযুক্তি দেওয়ার সুযোগ নেই। হাওর-বাঁওড়, চর কিংবা অনগ্রসর এলাকায় এ ধরনের স্কুলের সমস্যা আরও প্রকট। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে নতুন তিনটি শ্রেণিস্তর যুক্ত করলেও প্রশ্ন আসবে, মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কীভাবে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবেন। এ সময় জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীদের কয়েকজন আকস্মিকভাবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর নির্ধারণ সম্পর্কেই আপত্তি তোলেন। তারা বলেন, 'শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় এগোলে আরও বিপর্যয় দেখা দেবে।' তাই প্রাথমিক শিক্ষাস্তর উন্নীতকরণের দিকগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে আবার মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে বলা হয়। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীতকরণের কাজ আবারও পিছিয়ে যায়।

বিশিষ্টজনের বক্তব্য : এ প্রসঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, '২০১১ সাল থেকে এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য, চার বছর পর সেটি বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েও আটকে দেওয়া হলো।' তিনি বলেন, 'সরকার থেকে একেক সময় একেক ধরনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হলে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়, লাখ লাখ শিক্ষার্থী, অভিভাবক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগে পড়েন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান সমকালকে বলেন, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ নেই, স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক নেই, কারিকুলাম প্রণয়ন হয়নি এবং নতুন কারিকুলামে পাঠ্যবইও শিক্ষার্থীরা পাবে না। তারপরও প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত হয়।' তিনি বলেন, 'ঘোষণা দেওয়ার আগেই এসব বিষয়ের সমাধান জরুরি ছিল। এসব না করলে শিক্ষায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখা দেবে।'

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করেন এমন গবেষক-শিক্ষক-পর্যবেক্ষকরা বলছেন, 'নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হলে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনা-সবকিছুই টেলে সাজাতে হবে। নিয়োগ দিতে হবে স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক। কিন্তু প্রস্তাবিত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে এসব খাতে বিশেষ কোনো অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়নি।'